আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন এর বাণী

৮ মার্চ ২০০৮

২০০৫ সালে বিশ্ব সম্মেলনে সব দেশের সরকারসমূহ এ মর্মে সম্মত হন যে, 'নারীর উন্নয়নেই সকলের উন্নয়ন'। তা সত্বেও বেইজিং কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নের (**Beijing Platform for Action**) গত দশ বছরের নিরীক্ষণে অনেক দেশের নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগের মধ্যে ভয়াবহ ব্যবধান উদঘটিত হয়েছে। এরমধ্যে সবচেয়ে উলে-খযোগ্য হল রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব । এছাড়াও রয়েছে সম্পদের অপ্রতুলতা এবং অপর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ। আর একারণে এবছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য হল 'নারী ও কন্যা শিশুর উন্নয়নে বাড়াও বিনিয়োগ'।

নারীদের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল না থাকার ব্যর্থতা নারী-পুরুষ সমতা অজর্নে এবং নারী ক্ষমতায়নে আমাদের প্রচেষ্টাকে কেবল খাটোই করে না, একই সাথে এটা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমাদের প্রচেষ্টাকে বিঘ্নিত করে। দীর্ঘ ও পরিক্ষীত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এটা জেনেছি যে নারী ও কন্যা শিশুদের জন্য বিনিয়োগ উৎপাদনশীলতা ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি বহুমাত্রিক প্রভাব ফেলে।এছাড়া অন্য যে কোন পদক্ষেপই এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধসহ নারীদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য বেশি গুরুত্বপুর্ণ নয়। এছাড়া অন্য যে কোন নীতিই পুষ্টি উন্নয়ন বা নবজাতক ও মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার হ্রাস করতে সমর্থ নয়।

এলক্ষ্যে আমরা কিছু অগ্রগতি সাধন করেছি। নারী কর্মসংস্থান বাড়ানো, ক্ষুদ্রঅর্থনীতিতে নারীর ভূমিকা বৃদ্ধি, নারীর জন্য উদ্যোক্তাদের জামানত বাড়ানো,আর্থিক সংস্কার ত্বরান্বিতকরণের মাধ্যমে অর্থ-সম্পদকে সহজলভ্য করা হয়েছে। ৫০টিরও বেশি দেশ লিঙ্গ সহায়ক বাজেট বিন্যাসের উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে। ব্যাক্তি মালিকানাধিন প্রতিষ্ঠান, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের উদ্যোগকে গতিশীল করছে এবং নারী তহবিল এবং কর্মকান্ডগুলো অর্থায়নের নতুন উৎস হিসেবে কাজ করছে।

কিন্তু আমাদের অবশ্যই আরও অনেক কিছু করতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ে, সরকার, বহুপক্ষিক সংস্থা, দ্বিপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাক্তি মালিকানাধিন ক্ষেত্রসহ আমাদের সকলকে সমাজে তীব্রভাবে বিদ্যমান লিঙ্গ অসমতার অর্থনৈতিক মুল্য এবং এটা দুর করতে যে সম্পদ প্রয়োজন তা হিসেব করা দরকার। আমাদের লিঙ্গ সমতা আনতে যে বিনিয়োগ করা হয়েছে তার কার্যকারিতা পর্যবেক্ষনে কর্মকৌশল সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আমাদের নিয়মিত সম্পদের বন্টন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন পেশ করা দরকার। আমাদের বাস্তব প্রয়োজন অনুসারে দেশিয় বাজেটের সাথে আন্তর্জাতিক সাহায্যের প্রবাহের মধ্যে সংগতি আনা প্রয়োজন এবং এটা নিশ্চিত করা দরকার যে এগুলো টেকসই।

জাতিসংঘ পরিবারেও আমাদের সম্পদের সাথে চাহিদার আরও ভাল সাদৃশ্য তৈরি করা প্রয়োজন। নারী-সমতাকে মুল ধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য যে সম্পদ রয়েছে তাকে আরও বেশি টেকসই এবং আশানুরুপ করতে হবে, বিশেষ করে আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে। সত্যিকার অর্থেই ভাল কিছু করার জন্য আমাদের লিঙ্গ সম্পর্কিত ব্যবস্থার জন্য এমন তহবিলের প্রয়োজন যা সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করার জন্য যথেষ্ট। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, একটি প্রগতিশীল এবং শক্তিশালী লিঙ্গ ভিত্তিক প্রশাসন বিভিন্ন অবকাঠামোর মধ্যে বিছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা সম্পদ ঘনীভূত করবে এবং দাতা গোষ্টিকে আরও তহবিল প্রদানের জন্য আকৃষ্ট করবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবর্তনের উপায়গুলো সুদৃঢ় করে এবং জাতীয় পর্যায়ে এর ফলাফল সমুহকে উৎসাহিত করে এমন ধরনের নারী-পুরুষ সমতা কাঠামো বিশ্বব্যাপী নারী ক্ষমতায়নের যৌক্তিকতা এবং লিঙ্গ সমতার অনুধাবনকে আরও বেগবান করবে।

নারী বিষয়ক সকল আলাপ আলোচনার সফল পরিসমাপ্তি জন্য আমি সকল সদস্য দেশসমুহের রাজনৈতিক সন্দিচ্ছাকে ঐক্যবদ্ধ করতে আহ্ববান জানাচ্ছি।

এবছর আমরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাঝপথে আছি। এগুলো অর্জনের সময়সীমা ২০১৫ সাল নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশ্বের নারী ও কন্যাশিশুর উন্নয়নে বিনিয়োগ করলেই কেবল আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব বলে আশা করতে পারি। আজকের এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আসুন আমরা সবাই এই লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হই।

* ** *